মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৫

‘সুলতানার স্বপ্ন’: শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল পাঠ দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ

রোকেয়ার ইউটোপিয়া ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে বিদ্বজ্জনের আগ্রহ সব সময় ছিল। গত বছর ২০২৪-এর মে মাসে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি সে আগ্রহে নতুন করে উৎসাহ সঞ্চার করেছে; একটা কল্পবিজ্ঞানের স্বপ্ন ডানা মেলেছে বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে চলেছে বিরতিহীন নানাবিধ কর্মকাণ্ড। এ সবের কল্যাণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিকভাবে এ বছর ১৫ অক্টোবর উৎসবের যাত্রা শুরু হয়েছে। আর এর মধ্যেই শিক্ষার্থীরা আশাতীত অংশগ্রহণ এবং তাদের সৃজনশীলতায় অনুপ্রেরণা যোগাতে আরম্ভ করেছে পুরো মাত্রায়।

জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, ‘সুলতানার স্বপ্ন’ সৃজনশীল গ্রন্থপাঠ স্বপ্ন-যাত্রার গভীরতা অনেক। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি

মাঝেও দেখা দিয়েছে নানান ঔৎসুক্য। তারাও নেমে পড়েছে নিজের স্বপ্ন সবার মাঝে মেলে ধরার উদ্দীপনামূলক সৃজনশীল বহুবিধ উদ্যোগে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশ বেসরকারি পাঠাগার সংহতির সহযোগিতায় ‘সুলতানার স্বপ্ন : গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ’এর উৎসব প্রথম বার উদযাপিত হয়েছিল ৩০ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। তিনদিনের উৎসবে অংশগ্রহণ করে প্রায় সাতশ শিক্ষার্থী। সে উৎসবের মুগ্ধতার রেশ এখনও কাটেনি। এর মাঝে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থের শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ বাস্তবায়ন কর্মসূচি।

এ বিষয়ে ১৮ অক্টোবর ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঢাকাস্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পাঠাগার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গ্রন্থের শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ বাস্তবায়নে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বিনিময়; কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ; অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার তহবিল ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং সৃজনশীল পাঠ-প্রসারে শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত কী কী কর্মসূচি নতুন করে গৃহীত হচ্ছে বা হবে। এছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দ সৃজনশীল-পাঠ প্রসারে আরো কী ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে বিষয়ক এটাকে বড় জায়গায় নিয়ে যাবার সুযোগ তৈরি করেছে। ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে আরও গভীরে নেয়ার বিষয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। স্কুল-কলেজ-পাঠাগারের যৌথ আয়োজন এবং পাঠাগারের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করার উদ্যোগ

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান

প্রথম পর্যায়ের উৎসব (৩০ জানুয়ারি-৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) : অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ২৭টি বেসরকারি পাঠাগার।

পাঠ-প্রতিক্রিয়া ৪৮৩টি এবং দেয়ালিকা, পোস্টার, স্লোগান, প্লাকার্ড, ছবি, নাচ-গান, অভিনয়, লাঠিখেলা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসব (ডিসেম্বর ২০২৫-জানুয়ারি ২০২৬) : অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান :।

স্কুল : ঢাকা মহানগরী এবং ঢাকা মহানগরীর বাইরে

লাইব্রেরি : ঢাকা মহানগরী এবং ঢাকা মহানগরীর বাইরে

আশা করা যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে বহুগুণ বেশি।

‘সুলতানার স্বপ্ন’ নিয়ে ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা

“প্রথম পর্যায়ে আয়োজিত ‘সুলতানার স্বপ্ন : গ্রন্থপাঠ উৎসব’এর মুগ্ধতার রেশ কাটছে না।” দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ’ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সভায় ১৮ অক্টোবর ২০২৫ একথা বলেন শিশু-কিশোর মেলা পাঠাগারের আহ্বায়ক সায়েরা সরকার সুমী। এর প্রতিফলন দেখা গেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ’ কর্মসূচির প্রাথমিক কার্যক্রমে। ঢাকার দনিয়া এলাকার ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা সুলতানার স্বপ্ন পড়ে এমন উৎসাহিত হয়েছে যে, তারা নানান সৃজনশীল কর্মে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নগুলো।

অষ্টম শ্রেণির আফসানা ইসলাম এবং জেবুননেসা তাসকুরন উপলব্ধি করেছে : একদিন ছিল, নারীরা শুধু সংসার সামলাতো। কিন্তু আজ তারা নিজের হাতে গড়ছে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি মানে শুধু আয় করার সুযোগ নয়, বরং নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন।

অষ্টম শ্রেণির ফাবিহা সেলিম রাইনসার কবিতা :

স্বপ্ন থেকে সূর্যোদয়
চেতনার আয়নায় নারী

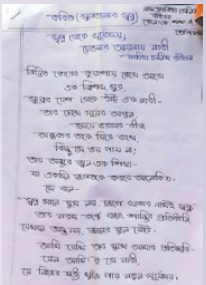

‘সে বলে–
স্বপ্ন মানে ঘুম নয়,
জেগে থাকার নাম/তার
নরম কণ্ঠে বাজে শান্তির
প্রতিধ্বনি/যেখানে অস্ত্র নয়,
জ্ঞানের ফুল ফোটে।/আমি
দেখি তার মুখে আমারই
প্রতিচ্ছবি–
যেন আমি সেই নারী/যে
নিজের মধ্যে খুঁজে পায়
নতুন সূর্যোদয়!’

‘সুলতানার স্বপ্ন’ বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

‘সুলতানার স্বপ্ন’ কেবল একটি কল্পকাহিনী বা বাংলার প্রথম নারীবাদী সাহিত্য নয়, মেধা ও সমতাভিত্তিক নতুন সমাজ নির্মাণেরও ইস্তেহার। চিন্তার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে সৃজনশীল ও মননশীল মানুষদের নানাভাবে প্রভাবিত করছে। সুলতানার স্বপ্নের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু এবং আকাঙ্ক্ষা উপজীব্য করে সৃষ্টি হচ্ছে চলচ্চিত্র, শিল্প, সাহিত্য, নাট্য, গবেষণাসহ নতুন নতুন সামাজিক উদ্যোগ। বাংলাদেশেও একাডেমিক ও সৃজনশীল পরিসরে বিশেষ করে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রস্তাবনার মাধ্যমে ২০২৪ সালে ইউনেস্কোর ‘মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ঘিরে নতুন করে বিভিন্ন সামাজিক ও সৃজনশীল তৎপরতা সূচিত হয়েছে। এই তাগিদ থেকে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ একত্র করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র উৎসব ‘লিবারেশন ডকফেস্টে’র সাথে যুক্ত নির্মাতা, প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক ও সেচ্ছাসেবীদের নিয়ে তৈরি লিবারেশন ডক কমিউনিটির সদস্যদের জন্য একটি পাঠ–পর্যালোচনা–সৃজনশীলতা ও নির্মাণ সহায়িকা তৈরি করা হয়।

এই পাঠ সহায়িকাটি তরুণ নির্মাতাদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করে। তারা কমিউনিটির প্রতিটি আয়োজনে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ ঘিরে নতুন নতুন আইডিয়া উপস্থাপন করতে শুরু করে। সুলতানার স্বপ্ন বিষয়ক আলাপ–আলোচনা ও অব্যাহত ভাববিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তরুণ নির্মাতাদের উপস্থাপিত আইডিয়াগুলো চলচ্চিত্র মাধ্যমে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে একটি মাসব্যাপী চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ৪০ জন আবেদন করে। এর মধ্য থেকে ২৫ জনকে নিয়ে গত ১৬ অক্টোবর মাসব্যাপী কর্মশালা শুরু হয়।

সূচনা বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক ‘সুলতানার স্বপ্নে’র ইউনেস্কো স্বীকৃতি এবং ‘সুলতানার স্বপ্ন’কে ঘিরে দেশের সংস্কৃতি অঙ্গন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পাঠাগারসহ নানা ধরণের উদ্যোগ ও তৎপরতার কথা তুলে ধরেন।

এরপর বিশেষ অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট আইনজীবি ও সমাজকর্মী সুলতানা কামাল কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা শোনেন এবং বর্তমান সময়ে নারীর সংকটগুলো মানবাধিকার, আইন, সমতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতির মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করেন।

প্রশিক্ষণার্থীরা মাসব্যপী এই কমর্শালার মাধ্যমে রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্নে’র কল্পকাহিনীতে উপস্থাপিত আঙ্গিক, আকাঙ্ক্ষা এবং বিষয়বস্তুর সাথে বর্তমানের সংযোগ ঘটিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের আইডিয়া তৈরি ও উপস্থাপন করবেন। পাশাপাশি নিজে ক্যামেরা চালনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে ২-৫ মিনিটের চলচ্চিত্র তৈরি করবেন।

এটি একটি কিউরেটেড কর্মশালা। ফরিদ আহমদ এটি পরিচালনা করছেন। এই কর্মশালায় বিভিন্ন ধাপে এসাইমেন্ট ও এক্সারসাইজের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের আইডিয়াগুলো তৈরি করা হবে। এসাইনমেন্ট হিসেবে থাকবে দিনলিপি, কাল্পনিক চিঠি, স্টিল ইমেজ, ফাউন্ড ফুটেজ এবং ব্যক্তিগত পরিসরের গল্প ইত্যাদি।

প্রামাণ্যচিত্র পরিচিতি, ভিডিও আর্ট, চলচ্চিত্র ফিকশন-ননফিকশন উপাদানের সমন্বয়, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষকগণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেবেন।

প্রশিক্ষকদের মধ্যে থাকবেন শিল্পী ও শিক্ষক জিহান করিম, নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাতা দেবাশিস ডুব, সাউন্ড ডিজাইনার ও সম্পাদক সুজন মাহমুদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক চৈতালী সমাদ্দার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক সুবর্না সেঁজুতি টুসি প্রমুখ।

কর্মশালাটি আরো ইন্টারেক্টিভ করার জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যা কর্মশালা চলাকালীন ওয়ার্ক স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের নোট ও কর্মশালার নির্মাণ উপকরণ পরবর্তীতে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে এবং আগ্রহীদের চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। অংশগ্রহণকারীদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো থেকে সেরা ৩টি চলচ্চিত্রকে ফিপ্রেসি বাংলাদেশ সমালোচক সনদ প্রদানের মাধ্যমে কর্মশালা শেষ হবে।

ফরিদ আহমদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স (আইএজিএস) ১৭তম সম্মেলনে সিএসজিজের অংশগ্রহণ

২৩ অক্টোবর ২০২৫, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলার্স (আইএজিএস)-এর ১৭তম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সিএসজিজের তিনজন প্রতিনিধি : তাবাস্‌সুম নিগার ঐশী, ফাহিন রহমান অংকিতা ও আসিফ মাহমুদ মাহীর অনলাইনে তাদের গবেষণা উপস্থাপন করেন। তাদের গবেষণার শিরোনাম যথ াক্রমে : Half a Century of Genocide Denial: The Case of Bangladesh-তাবাস্‌সুম নিগার ঐশী।

Self-Defense as a Denial Strategy in Genocides of the 20th Century- ফাহিন রহমান অংকিতা ও আসিফ মাহমুদ মাহীর। তাবাস্‌সুম নিগার ঐশী ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যাকে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপেক্ষিত অধ্যায় হিসেবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি তুলে ধরেন, কীভাবে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অস্বীকৃতির মাধ্যমে এই গণহত্যাকে অস্বীকার করা হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের ঘটনাকে ‘অভ্যন্তরীণ সামরিক অভিযান’ হিসেবে উপস্থাপন করে গণহত্যার বাস্তবতা অস্বীকার করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য কাজ করছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ছিল ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে গৃহীত হাউস রেজ্যুলেশন ১৪৩০। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই প্রক্রিয়ায় ওরাল হিস্ট্রি, ডিজিটাল আর্কাইভ ও গবেষণার মাধ্যমে সত্য ও স্মৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি গ্রেগরি স্ট্যান্টনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, ‘অস্বীকার কেবল অতীত মুছে ফেলা নয়, এটি সারভাইভারদের ওপর মানসিক ও সাংস্কৃতিক আঘাতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

উপসংহারে তাবাস্‌সুম বলেন, ১৯৭১ সালের গণহত্যার ক্ষেত্রে সত্য, ন্যায়বিচার ও স্মৃতি, এই তিনটি স্তম্ভের ভিত্তিতেই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তার মূল বার্তা ছিল- To honor the victims is to honor our shared humanity.

ফাহিন রহমান অংকিতা ও আসিফ মাহমুদ মাহীরের গবেষণার শিরোনাম- Self Defense as a Denial Strategy in the Genocides of the 20th Century। কোয়্যালিটেটিভ এই গবেষণায় তারা পাঁচটি কেস স্টাডি নির্বাচন করে যার মধ্যে ছিলো আর্মেনিয় জেনোসাইড, হলোকাস্ট, বাংলাদেশ জেনোসাইড, সার্বীয় জেনোসাইড ও রুয়ান্ডার জেনোসাইড। মনোবিজ্ঞান, আইন ও অপরাধ বিজ্ঞানের ধারণা সমন্বয় করে একটি অন্তঃবিভাগীয় গবেষণার মাধ্যমে ‘Genocide Denial’ নিয়ে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তারা। Denial বিষয়টির উৎস মূলত মনস্তাত্ত্বিক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেনসাইডে, অমানবিক নৃশংসতা অস্বীকার করার জন্য আত্মরক্ষাকে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যা তাদের গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। আত্মরক্ষা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আইন থাকলেও জেনোসাইডের মত গুরুতর অপরাধের প্রতিপক্ষে এটির অপব্যবহার ঘটে চলেছে এবং গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে এই ঘটমান বিষয় ন্যায়বিচার, স্বীকৃতি এবং নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত বাধা। তারা বলেছেন এই প্রসঙ্গটি অতীতের নৃসংসতা অনুধাবন এবং ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তাবাস্‌সুম নিগার ঐশী
ফাহিন রহমান অংকিতা
আসিফ মাহমুদ মাহীর

সিএসজিজের জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২৪

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার গণহত্যার স্মৃতিচিহ্নসমূহের মানচিত্রায়ন সম্পন্ন

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর তৃতীয় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ২০২৪-এর আওতায় "স্মৃতির মানচিত্রায়ন: বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার ১৯৭১-এর গণহত্যা স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের তালিকাকরণে একটি দূর অনুধাবন ও জিআইএস ভিত্তিক প্রয়াস" শীরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণাটি সম্পাদন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস ইনস্টিটিউটের তরুণ গবেষক মনিরুল ইসলাম ও মো. মাহমুদুল হাসান লিমন (CSGJ জুনিয়র রিসার্চ ফেলো) । গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যা ও নির্যাতনের স্থানগুলোর তথ্য, অবস্থান ও স্মৃতিকে সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এসব স্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা।

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল। পদ্মা ও যমুনা নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত আরিচা ফেরিঘাট ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যতম প্রবেশপথ ও ঘাঁটি। এই কারণে পুরো উপজেলাজুড়ে সংঘটিত হয় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব স্থান ও স্মৃতি ক্রমে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটে গবেষকদ্বয় আধুনিক GIS I Remote Sensing – পদ্ধতির সঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি মিশ্র-পদ্ধতির গবেষণা পরিচালনা করেন। মাঠ পর্যায়ে তারা জরিপ চালিয়ে প্রতিটি স্থানের সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করেন, Key Informant Interview – (KII) গ্রহণ করেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে একাধিক ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন করেন। এই পর্যায়ে বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ড. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সরেজমিনে উপস্থিত থেকে গবেষকদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

গবেষণার মাধ্যমে শিবালয় উপজেলায় মোট ৪৮টি ঐতিহাসিক স্থান শনাক্ত ও নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৭টি গণহত্যার স্থান, ৩টি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, ৫টি নির্যাতন কক্ষ, ৩টি অগ্নিসংযোগের স্থান এবং ২টি স্মৃতিসৌধ। স্থানগুলো ১৯৭১ সালে সংঘটিত নৃশংসতা ও প্রতিরোধ সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, পয়লা গ্রামের নিরীহ নাগরিক নৃপেন্দ্র কান্ত রায়চৌধুরীর হত্যা, পূর্ব বাউলকান্দা গ্রামে ব্রাশফায়ার ও নারী নির্যাতনের মতো লোমহর্ষক ঘটনাগুলো নথিভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে উথলী ফুড স্টোরেজ ও শিবালয় উচ্চ বিদ্যালয়কে পাকিস্তানি সেনারা নির্যাতন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিল, এবং মালুচি মন্দির ও মিরপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গবেষণায় উঠে এসেছে এক উদ্বেগজনক বাস্তবতা–এই ঐতিহাসিক স্থানগুলোর অধিকাংশ বর্তমানে চরম অবহেলিত, এমনকি বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। অনেক গণহত্যার স্থান যেমন পয়লা জমিদারবাড়ি বধ্যভূমি বা জাফরাগঞ্জে কোনো স্মৃতিফলক বা নামফলক নেই, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এসব স্থানের ইতিহাস অজানা রয়ে গেছে। একাত্তরের অন্যতম নির্যাতন কেন্দ্র উথলী ডাকবাংলো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, মালুচি মন্দির সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়, এবং পয়লা জমিদারবাড়ির অংশবিশেষ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে শহীদদের নামে কোনো সড়ক বা প্রতিষ্ঠান নামকরণের উদ্যোগও প্রায় অনুপস্থিত।

এই গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো একটি ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল মানচিত্র (Interactive Map) তৈরি করা, যেখানে শিবালয় উপজেলার ৪৮টি ঐতিহাসিক স্থানের অবস্থান, ছবি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মানচিত্রটি গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারকদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের জন্যও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে স্থানিকভাবে দৃশ্যমান করে তুলবে। এটি ভবিষ্যতে সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গবেষকদ্বয় তাদের প্রতিবেদনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশও প্রদান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে–সমস্ত ঐতিহাসিক স্থানে তথ্যফলক ও স্মারক স্থাপন, উথলী ডাকবাংলো ও মালুচি মন্দিরের মতো স্থাপনাগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা। তারা বিশ্বাস করেন, এই গবেষণাটি কেবল সূচনা মাত্র, ভবিষ্যতে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অগণিত গণহত্যার স্থানসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় মানচিত্র ও ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরির জন্য আরও বিস্তৃত উদ্যোগ প্রয়োজন। তারা আশা প্রকাশ করেন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এমন একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে এবং তারা তাদের অর্জিত কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই জাতীয় উদ্যোগে অবদান রাখতে আগ্রহী।

মনিরুল ইসলাম
ও
মো: মাহমুদুল হাসান মিলন
জুনিয়র রিসার্চ ফেলো ২০২৪

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তাবাস্‌সুম নিগার ঐশী যোগ দিচ্ছেন গ্লোবাল ফরেনসিক একাডেমি কোর্সে

সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর গবেষণা সহযোগী তাবাস্‌সুম নিগার ঐশী নির্বাচিত হয়েছেন গ্লোবাল ফরেনসিক একাডেমি (২০২৫-২০২৬) প্রোগ্রামের জন্য।

Forensic Anthropology Foundation of Guatemala (FAFG) আয়োজিত এই একাডেমি পোস্ট-কনফ্লিক্ট ও ট্রানজিশনাল জাস্টিস প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার ও ফরেনসিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে নিবেদিত। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পেশাজীবীদের একত্রিত করে বৈশ্বিক সহযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। নেপাল, ফিলিপাইন, সিরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুদান, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, থাইল্যান্ড, গাম্বিয়া, আফগানিস্তান, লাইবেরিয়া, লেবানন ও শ্রীলঙ্কা থেকে এবছরের আয়োজনে ২৯ জন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করছেন।

প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে পোস্ট-কনফ্লিক্ট ও ট্রানজিশনাল জাস্টিস নিয়ে কাজ করছেন।

প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে তাবাস্‌সুম অংশগ্রহণ করবেন অনলাইন প্রশিক্ষণে, দুটি আন্তর্জাতিক ইন-পারসন ওয়ার্কশপে এবং পাঁচ মাসব্যাপী ইন-কান্ট্রি প্রজেক্টে। প্রজেক্টের বিষয় হবে বাংলাদেশ গণহত্যার প্রক্ষাপটে ফরেনসিক স্টাডিজ।

বিশ্ব অহিংসা দিবস : ২৪ অক্টোবর ২০২৫

জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অহিংসা দিবস প্রতি বছর ২ অক্টোবর পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়ে আসছে। সংঘাত-পীড়িত বর্তমান বিশ্বে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২৪ অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার, বিকেল চারটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও নৃত্য পরিবেশন করে আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতন।

বিকেল তিনটায় শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। বিকেল চারটায় সমগীত পরিবেশিত 'ধর্ম যার যার বাংলা সবার' সম্প্রীতির গানের ভিডিও প্রদর্শন দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার সূচনা বক্তব্যে বলেন, মহান মানবতাবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবর জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অহিংসা দিবস শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনার দিন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংঘাত পরিহার এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই এ দিবসের তাৎপর্য। অহিংসা শুধু কোনো আদর্শ নয়, একটি জীবনদর্শন। অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, মতানৈক্যকে সংলাপের মাধ্যমে সমাধান, ঘৃণার জবাবে ঘৃণা নয় বরং মানবিকতা ও যুক্তিবোধের চর্চা করার মনোভাবই অহিংসার মূল চেতনা। বর্তমান বিশ্ব যখন নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভাজন, সহিংসতা ও বিদ্বেষের মুখোমুখি তখন অহিংসার ধারণা আরও অধিক প্রাসঙ্গিক। শিক্ষাঙ্গনে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ আচরণ ও মানবিক যোগাযোগই আমাদের এগিয়ে নিতে পারে। মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন শিখিয়েছেন হিংসা নয়, ভালোবাসা ও শান্তিই মানুষের সত্যিকার শক্তি। অহিংসা মানে শুধু মারামারি না করা নয়, অহিংসা মানে হলো নম্রভাবে কথা বলা, অন্যের মতামতকে সম্মান করা, রাগ হলে ধৈর্য ধরা, ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করা, কথা ও যুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা।

ত্রপা মজুমদার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দিবে। যদি তোমরা সহমর্মিতা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ হৃদয়ে ধারণ করো তবে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে আরও সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আলোকিত। দৈনন্দিন জীবনে স্কুলে, পরিবারে, খেলার মাঠে এবং বন্ধুদের সাথে যদি শান্ত ও ভদ্র আচরণ করা হয়, তাহলে সমাজ আরও সুন্দর হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতিজ্ঞা করার আহ্বান জানান যে, আজ থেকে অন্য কাউকে আঘাত করব না, কটু কথা বলব না এবং সর্বদা শান্ত, নম্র-ভদ্র ও মানবিক আচরণ করব।

তিনি আশা করেন- সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার চর্চার মাধ্যমে আমাদের আগামী পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর বাণী পাঠ করে আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরমান হোসাইন ও রেজোয়ানা ইসলাম।

অনুষ্ঠানে 'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি...', 'আলোকেরই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও...' ইত্যাদি গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতন এর শিল্পীবৃন্দ। 'জয় হোক জয় হোক, সত্যের জয় হোক, সাম্যের হোক...', 'সুন্দর সুবর্ণ লাবণ্য...' ইত্যাদি সংগীত ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের শিল্পীবৃন্দ।

কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পল্লীমা সংসদের সভাপতি ও শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের নির্বাহী সভাপতি হাফিজুর রহমান ময়না এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার।

অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ধারাসমূহ নিয়ে শিল্পী রফিকুন নবী ও শিল্পী শিশির ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত শান্তি-সম্প্রীতি বিষয়ক চিত্রমালার প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে তিন শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, শিল্পী আর দর্শক-শ্রোতার অংশগ্রহণে পিঠা উৎসবে আনন্দ-মুখরিত হয়ে ওঠে জাদুঘর অঙ্গন।

এস এম মহসীন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

কুইজ প্রতিযোগিতা

বিশ্ব অহিংসা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭০ জন শিক্ষার্থী। অহিংসা, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি বিষয়ে বহুনির্বাচনী ২০টি প্রশ্ন নিয়ে প্রতিযোগিতায় সেরা পনের জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণির জান্নাতুল ফেরদৌস সারা, অষ্টম শ্রেণির তাবাস্‌সুম সুমাইয়া এবং নবম শ্রেণির অঙ্কিতা রানী সরকার। পুরস্কার বিজয় অন্যরা হলো- অষ্টম শ্রেণির লিমা আক্তার সাদিয়া, জান্নাতুল মাওয়া, ফারজানা আক্তার আফরিন ও শ্রাবন্তী মনি; নবম শ্রেণির সাথী আক্তার, সুপ্তি আক্তার, প্রত্যুষা হালদার, মুমতাহিনা তাবাস্‌সুম অপর্না ও জান্নাতুল ফেরদৌসী রুকাইয়া এবং সপ্তম শ্রেণির সিনথিয়া ইসলাম মারিয়া, আনিসা আক্তার ও জান্নাতুল হাবিবা।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ত্রপা মজুমদার এবং শহীদ আলতাফ মাহমুদ সংগীত বিদ্যানিকেতনের নির্বাহী সম্পাদক হাফিজুর রহমান ময়না। কুইজ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করেন আগারগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. জালাল উদ্দিন।

চতুর্থ গবেষণাপদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন : ১৭ অক্টোবর ২০২৪

তরুণ প্রজন্মকে গবেষণায় আগ্রহী করে তুলতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ১৭ অক্টোবর ২০২৫ উদ্বোধন হলো চতুর্থ গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স। দিনব্যাপী আয়োজনের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীরা পরিচিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে। জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন শেষে তারা জাদুঘরের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে। দ্বিতীয় পর্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব মফিদুল হক এবং খ্যাতিমান গবেষক, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বলেন, যারা ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা করবেন এই প্রশিক্ষণ কোর্স তাদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কেবল আনুষ্ঠানিক গবেষণা নয়, বিভিন্ন ধরনের অধ্যায়ন এবং বিশ্লেষণেরও নানা ক্ষেত্র রয়েছে যা অনেকেরই কর্মজীবনে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। তিনি মনে করেন কোর্সের প্রতিটি ক্লাস থেকে সর্বোচ্চ গ্রহণে সচেষ্ট থাকলে অর্জনও সর্বোচ্চ হবে। যারা গবেষণায় আগ্রহী তাদের জন্য জাদুঘর তার রিসোর্স সেন্টার, লাইব্রেরি, আর্কাইভের মাধ্যমে বিভিন্ন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন জাদুঘরের শুরু থেকে যেভাবে সম্পৃক্ত আছেন তাতে ধন্যবাদ জানানোরও ভাষা আমাদের নেই। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে কোর্সের শেষে প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ গবেষণার বিষয় খুঁজে পাবেন এবং একটি গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করবেন। উদ্বোধনী বক্তা অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে একজন গবেষককে তার কাজে কতটা নির্ভুল হতে হবে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, গবেষণা হচ্ছে তথ্যভিত্তিক সত্যের অনুসন্ধান। গবেষক সত্যের অনুসন্ধান করবে কিন্তু তা হতে হবে তথ্যভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা গবেষণা কেন করবে, এমন প্রশ্ন তুলে তিনি ব্যাখ্যায় বলেন। সত্য অন্বেষণ ও জ্ঞান জগতে নতুন দিগন্ত সংযোজনের জন্য গবেষণা করতে হবে। জ্ঞানের জগতে যা কিছু আছে সবই গবেষক পড়বে, সবই জানবে তবে একই সঙ্গে নতুন ধারণা ও তত্ত্বের সৃষ্টিও করবে একজন গবেষক। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন ইতিহাসের সংজ্ঞা হিসেবে পাশ্চত্যে বা অন্য যা কিছু আছে তিনি তার কোনটাই গ্রহণ করেন না। তাঁর নিজের ভাষায় ইতিহাস হচ্ছে, 'অতীত হতে বর্তমানের অনুধাবন'। History is Understanding of The Present in The Context of the Past. তার মতে তথ্য + বিশ্লেষণ = সত্য উৎঘাটন। তথ্য যদি বদলে যায় তাহলে সত্যও বদলে যেতে পারে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, উয়ারি বটেশ্বর আবিষ্কারের আগে সিন্ধু সভ্যতাকে এ উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা মনে করা হত। কিন্তু উয়ারি বটেশ্বর আবিষ্কারের ফলে তথ্য বদলে গেছে। এখন উয়ারি বটেশ্বর সিন্ধু সভ্যতা হওয়ার অনেক আগের সভ্যতা। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশে গবেষণার মান নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তরুণদের আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্য গবেষণায় মনোযোগ দিতে পরামর্শ দেন। বক্তব্যের পরে তিনি শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ২২জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে নিয়ে চতুর্থ গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হবে। ছয় সপ্তাহের কোর্সে তরুণ শিক্ষার্থীদের গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন দিক এবং গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইষ্ট-ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ।

সাবরিনা আফরীন তন্বী
সহকারী গবেষক, গবেষণা বিভাগ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মন্তব্য খাতা থেকে

অনেক মায়ের সন্তানদের আত্মত্যাগ, বহু মা-বোনদের সম্ভ্রম ও বাংলার সেই সকল বীরযোদ্ধা, রাজনীতিক, বিদেশিবন্ধু– এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনে সহায়তাকারী সকল অংশীজনকে আমার অন্তঃস্থল থেকে নির্মল ভালোবাসা রইল। আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুন। আর যারা এ দেশে জন্মেছি তারা যেন স্ব স্ব কর্মের মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে আসীন করতে পারি। আমিন।

সুলতান আহমেদ
পীরগাছা, রংপুর
২২/১০/২০২৫

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও প্রামাণ্যচিত্র দেখে খুব ভালো লাগলো। অনেক ত্যাগ-কষ্ট এবং বীরত্বের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। দেশের জন্য যে সকল মানুষ জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতা এবং রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. আলমগীর মিয়া
ফরিদপুর

জাদুঘরের উপস্থাপনা খুবই মনোমুগ্ধকর লেগেছে। মনে হলো একদম প্রস্তর যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে বেরিয়ে যাচ্ছি!
অনেক শুভ কামনা রইল পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য

ডা. ফেরদাউসি জান্নাত
২৩/১০/২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ড দেখে আমি অভিভূত হই। ১৯৭১ সনে ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে এসব ছবি আমার চোখে ভাসছে। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এসব চিত্র-কর্মকণ।ড বেশি বেশি দেখানো উচিত। এদেশের প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে যারা নিজেকে দাবি করেন তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের এখানে নিয়ে এসে দেখানো উচিত বলে আমি মনে করি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অংশী হিসেবে নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে কাজ করতে চাই।

ধীরেন হালদার
সদস্য, খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটি
ও
সভাপতি, অবনি পাঠাগার স্বরূপকাঠী পিরোজপুর

ছোটবেলা থেকে আজ অবধি আমি যতগুলো জাদুঘরে গিয়েছি, তার মধ্যে আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

সানজানা আফরিন ঐশী
১৭ অক্টোবর ২০২৫

মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২০০৯ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যে সকল বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত একটি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করতে হতো, যার মূল দলিল মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে রেজিস্ট্রেশন ফর্মগুলোর কপি সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। ফর্মগুলো স্ক্যান করে মোট ২০৮টি খণ্ডে বাঁধাইকৃতভাবে জাদুঘরের গ্রন্থাগার এবং আর্কাইভ বিভাগে সংরক্ষিত আছে। এ খন্ডগুলোতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ৫১,৫২২ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংবলিত তালিকা রয়েছে এবং এগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিজস্ব জেলা অনুযায়ী ভাগ করা আছে। তালিকা সংগ্রহের পর থেকেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রশিক্ষণের তথ্য খুঁজে দিতে উদ্যোগী হয়। তথ্য সেবা প্রদানের পুরো বিষয়টি একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রথমে মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের পরিবারের কোন সদস্য জাদুঘরে উপস্থিত হয়ে টোকেন সংগ্রহের মাধ্যমে একটি ফর্ম পূরণ করেন- যেখানে তাদের নাম, ঠিকানা, প্রশিক্ষণের স্থান, যুদ্ধক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ফর্মে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অনুসন্ধান করে তাঁদেরকে জাদুঘরে সংরক্ষিত কপি থেকে সত্যায়িত স্ক্যান কপি এবং প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও ভারতের আগরতলার গোকুলনগর ইয়ুথ ক্যাম্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকার স্ক্যান কপি বাঁধাই করে জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এ তালিকায় ৭,১৪৭ মুক্তিযোদ্ধার নাম রয়েছে, যার অনেককেই ইতোমধ্যে তথ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এ তথ্য সেবা চালুর পর থেকে এ পর্যন্ত বহু মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর থেকে

সেবা পেয়েছেন। চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৭৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে তথ্য সেবা দেয়া হয়েছে। জাদুঘর এ সেবা কর্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাঁদের তথ্য খুঁজে পেতে এবং তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতি প্রদানে সচেষ্ট থাকবে।

সাবরিনা আফরীন তন্বী
সহকারী গবেষক
গবেষণা বিভাগ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

‘সুলতানার স্বপ্ন’ : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল-পাঠ বাস্তবায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষার্থী প্রদত্ত লাইব্রেরি ফি নিয়ে নিজস্ব লাইব্রেরি তহবিল থাকে। লাইব্রেরি তহবিলের সাথে সুলতানার স্বপ্ন-পাঠ যুক্ত হলে নিজস্ব অর্থায়নে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হতে পারে। নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং পাঠাগার প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফাতেমা মারজান এবং কামাল স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক এহেতেশাম খান সিদ্দিকী। ফাতেমা মারজান অভিজ্ঞতা বিনিময় করে বলেন, ‘সুলতানার স্বপ্ন’-পাঠ কর্মসূচি নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ায় একটি মেয়ে জানিয়েছে যে, সে সেরা মা হতে চায়। নারীদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে পরিবার থেকেই প্রথম বাঁধা আসে। ফলে সে উদার মনের মা হয়ে সন্তানদের ‘সুলতানার স্বপ্ন’ অনুসরণে উৎসাহিত করবে বড় কিছু হওয়ার জন্য।

এহেতেশাম খান সিদ্দিকী বলেন, সুলতানার স্বপ্ন চর্চায় জাতিকে উন্নত করা যায়। লাইব্রেরি কর্মসূচি নির্ধারণে বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব দিতে হবে। স্কুলের সাথে সমন্বয় করে লাইব্রেরি সৃজনশীল-পাঠ কর্মসূচি প্রণয়ন করলে সুফল পাওয়া সম্ভব। স্কুলের কাছে আমাদের আহ্বান তারা লাইব্রেরিকে সহজভাবে গ্রহণ করলে যৌথভাবে সৃজনশীল-পাঠ-প্রতিক্রিয়া তৈরি সম্ভব হবে। আমরা সুলতানার স্বপ্ন সহজে বাস্তবায়ন করতে চাই।

ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক কুমকুম রীতা এবং সহকারী শিক্ষক রিফাত জাহান মুক্ত আলোচেনায় ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায় কিছু স্বপ্ন মেলে ধরেন। যেখানে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের মনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। শিক্ষার্থীরা দেয়ালিকায় ছবি এঁকে, কবিতা লিখে, কার্টুন করে স্লোগান দিয়ে তাদের স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছে ‘সুলতানার স্বপ্ন আবারিত’ এমন সব শিরোনামে। হুমাইয়া ইসলাম ও নুসরাত সুলতানা প্রদর্শনীতে ছবি ও বাক্যে উপস্থাপন করেছে প্রভূত শক্তিশালী মানবিক আকাঙ্ক্ষা : ‘নারী কোনো শব্দ নয়। নারী এক অনন্ত শক্তির নাম। নারী মানেই সৃষ্টির শুরু, সাহসের প্রতীক, মমতার রূপ। নারী নিজেই আলোকবর্তিকা, নারী হলো নীরব বিপ্লব– রক্তে নয়, আলোয়।’

‘স্বপ্নের সুলতানা আমি’ কবিতায় জোবায়দা রাহমুন লিখেছে :

রোকেয়ার কলমে যে আগুন জ্বলেছিল একদিন,
তারই ছাই থেকে গড়ি আমি নিজস্ব রঙিন দিন
বাধা যতই আসুক, আমি থামি না। আর,
স্বপ্নের রাজ্যে আমিই সুলতানা।
...
আমার জীবনেও আছে অন্ধকার রাত,
তবু স্বপ্ন দেখি আলোর প্রভাত।
রোকেয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলি আমি
স্বপ্ন বুনি নিজের- সেই সুলতানা আমি।

দনিয়া পাঠাগারের সভাপতি মো. শাহনেওয়াজ বলেন, শিক্ষকদের সাথে মিলিত হয়ে পথ চলা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে। ব্রাইট স্কুলের শিক্ষার্থীরা দুই দিনে দুটি বই পড়ে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে তা থেকে বোঝা যায় সুযোগ পেলে অনেক বড় কিছু করতে পারবে তারা। প্রথম পর্যায় পালনের পর ‘সুলতানার স্বপ্ন’-পাঠ সেখানেই শেষ হতে পারতো কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। আমাদের আটকানোর কেউ নেই, জ্ঞান চর্চায় কোনো বাধাও থাকবে না। ‘সুলতানার স্বপ্ন অবারিত’ বাস্তবায়ন হবেই।

প্রতি স্কুলে ১লা জানুয়ারি বই উৎসবের সাথে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ উৎসব করা যায় কি-না ভেবে দেখা যেতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার সমন্বয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে কর্মসূচি। এছাড়া ইউনেস্কোর সম্মতিতে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীকে ইউনেস্কো, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং আয়োজক প্রতিষ্ঠানের লোগো সংবলিত সনদ প্রদান করা হবে।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ

২০০৭-এ মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের সাথে পথচলা শুরু। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন মো. আশরাফ হোসেন। স্যারের আরেকটি পরিচয় তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা ১৯৭১ দলের সদস্য। দীর্ঘ এই পথচলায় করোনা মহামারীর জন্য ২০২১ ও ২০২২ দুই বছর বিরতি ছিল। ২০২৩ থেকে পুনরায় পথচলা শুরু। এখন মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজের দুইটি শাখা, একটি উত্তরা এবং অপরটি মোহাম্মদপুরে। ১৮ অক্টোবর ২০২৫ মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ উত্তরা শাখা উপাধ্যাক্ষের তত্ত্বাবধানে ৪৫০ শিক্ষার্থী ও ৫০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। বিশাল বহর নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শনে আসার দুইদিন পূর্বে উপাধ্যক্ষ মহোদয় দুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি পাঠান আলোচনার জন্য। আলোচনা সাপেক্ষে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন পর্বটি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্বে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আর দ্বিতীয় পর্বে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। সকাল দশটায় প্রথম দলটি এবং বেলা এগারটায় দ্বিতীয় দলটি জাদুঘরে এসে পৌছায়। প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের মিলনায়তনে একত্রিত করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি এবং শিক্ষা কর্মসূচি বিষয়ে সবিস্তার ধারণা দেয়া হয়। কর্মসূচির সকল বিষয়ে অবগত করার পরে 'বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস' প্রমাণ্যচিত্রটি প্রদর্শনের পর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে জাদুঘর গ্যালারিতে পাঠানো হয়।

শিক্ষার্থীদের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়ে গাইডরা স্মারকসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দলটির সাথে যুক্ত হন মোহাম্মদপুর ও উত্তরা শাখার অধ্যক্ষ মো. আশরাফ হোসেন। দ্বিতীয় দলের তাৎক্ষণিক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অধ্যক্ষ। পুরস্কার বিতরণী শেষে মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিলে ৭,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে মাইলস্টোন স্কুল 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ' তহবিলে একটি প্রতীকি ইট ক্রয় করেছেন। বিদায়ী বেলায় অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন সময়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

স্মৃতিতে অম্লান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বিশ্ব জাদুঘর দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ডাকে ঢাকা গিয়েছিলাম ২০০৮ সালের ১৬ মে সদ্য প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট সমাজকর্মী ওহিদুর রহমানের সাথে। আমাদের সাথে আরো একজন ছিলেন, তিনি আত্রাইয়ের সমাজকর্মী ডিএস জাহিদুল ইসলাম। আমরা গিয়েছিলাম আত্রাইয়ের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'র পক্ষ থেকে।

ওহিদুর রহমান আমাকে বললেন, 'আত্রাই খাদি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত কয়েকটি 'চরকা'র মধ্য থেকে একটি চরকা ভালো করে প্যাকেট করো, চরকাটি ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দিতে হবে।' তাঁর নির্দেশে একটি চরকা গুদামঘর থেকে বের করে প্যাকেট করলাম। উল্লেখ্য, এই চরকাগুলো মহাত্মা গান্ধি ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্যবহার করতেন।

২০০৮ সালে বিশ্ব জাদুঘর দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'সমাজ-বিকাশ ও পরিবর্তনে অবদান রচনায় জাদুঘর'। বাংলাদেশের একটি অবহেলিত ও অনালোচিত ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান সমাজ বিকাশ ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯২২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্তৃক আত্রাইয়ে স্থাপিত হয় 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'। এই প্রতিষ্ঠানকে খাদি প্রতিষ্ঠান নামেই মানুষ বেশী চেনে। সাম্প্রতিক এটাকে গান্ধি আশ্রমও বলা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেবারের আয়োজন ছিল আত্রাইয়ের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'-কে কেন্দ্র করে। ১৭ মে সেগুনবাগিচার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হলাম। মঞ্চের সামনের দর্শকসারির পেছনের দিকে আমি ও আত্রাইয়ের সেই ডিএস জাহিদুল ইসলাম বসলাম। ওহিদুর রহমান সাহেব জাদুঘর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় তিন নবীন শিল্পী সুনন্দা, সুকান্ত ও সেতুর সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা খায়রুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী রণজিত কুমার 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'র বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন পাঠ করেন। এর পর হঠাৎ করে মঞ্চ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হলো, 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করবেন ফরিদুল আলম পিন্টু। আচমকা এ ঘোষণায় আমি হতবাক হয়ে গেলাম। কেননা পূর্বে আমাকে বলা হয়নি যে, আমাকে বক্তব্য দিতে হবে। সেজন্য পেছনের সারিতে বসে খুব মনযোগ সহকারে গুণীজনদের বক্তব্য শুনছিলাম। যাই হোক, ঘোষণার পর সাহস সঞ্চয় করে মঞ্চে গিয়ে বক্তব্য দিলাম। বক্তব্য শেষ করে নিচে নামতেই নেতৃবৃন্দ আমাকে মঞ্চের একটি আসনে বসতে বললেন। বসার পর পাশে উপবিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর রহমান আমাকে কানে কানে বললেন, 'প্রস্তুতি ছাড়াই তুমি তো ভালোই বক্তৃতা দিলে।' এ কথা শুনে আমি পুলকিত হলাম। সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন। এরপর সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া 'চরকা'টি 'বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি'র পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান করা হয়। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা তিনজন ট্রস্টি মফিদুল হক, আসাদুজ্জামান নূর ও জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর রহমান ও ফরিদুল আলম পিন্টু। এই চরকাটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

ফরিদুল আলম পিন্টু
লেখক ও গবেষক
আত্রাই, নওগাঁ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

ষষ্ঠ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য ভান্ডার থেকে

নভেম্বরের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক

কামালপুর যুদ্ধ

জামালপুরের উত্তরে সীমান্তবর্তী ধানুয়া কামালপুরে পাকবাহিনী শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে। ভারত থেকে বাংলাদেশের প্রবেশের জন্য এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পথ। এপ্রিল মাসে জামালপুর দখলের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বকশীগঞ্জ অতিক্রম করে কামালপুর সীমান্ত ফাঁড়িতে পৌঁছায় এবং বাংকার, ভূ-গর্ভস্থ চলাচল পথ, মাইন পোঁতা ও অন্যান্যভাবে ঘাঁটি দুর্ভেদ্য করে তুলে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা তিন বার কামালপুর আক্রমণ করেন। জেড ফোর্সের ব্রিগেড অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান জুলাইয়ের শেষে কামালপুর বিওপি

আহত কর্নেল তাহেরের পাশে স্ত্রী লুৎফা তাহের, বড় ভাইয়ের স্ত্রী ফাতিমা, ভাই ইউসুফ ও তার দুই সন্তান।
–আলোকচিত্রী: হারুন হাবীব

আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ব্রিগেড গঠনের পর কামালপুর বিওপি আক্রমণ ছিলো প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। প্রথম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে কামালপুর বিওপি আক্রমণ এবং দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। কামালপুর বিওপির প্রথম যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতাজসহ ২৯ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন, লে: আবদুল মান্নানসহ ৬৭ জন আহত হন। মেজর আবু তাহের ১১ নং সেক্টরের দায়িত্ব নেওয়ার পর ছোট ছোট আক্রমণ করে কামালপুর পাক ঘাঁটিকে কাবু করার সিদ্ধান্ত নেন। নভেম্বর ১৪, ১৯৭১: কামালপুর রণাঙ্গনে গোলার আঘাতে সেক্টর কমান্ডার আবু তাহের একটি পা হারান। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাহেরকে তুরা বেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কামালপুর দখলের মধ্য দিয়ে জামালপুর জয় এবং চূড়ান্ত বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। ৪ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনীর সহায়তায় কামালপুর শত্রুমুক্ত হয়।

২১ নভেম্বর ১৯৭১ নিউ এইজ পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের খবর

Mukti Bahini Controls One-Fourth Area, Says US Newmedia

Mukti Bahini men take a glass of water offered by a village woman.

- 'মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে এক-চতুর্থাংশ এলাকা' শিরোনামে আমেরিকান নিউজ মিডিয়ার বরাতে নিউ এইজে প্রকাশিত খবর।
- মুক্তিবাহিনীর সাহায্যার্থে গ্রামের নারীরা এগিয়ে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয়েছিলো জনযুদ্ধে।
- চালনার কাছে একটি গ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে হত্যা ও ধর্ষণ সংঘটিত করেছে। ১৩ থেকে ৩৫ বছর বয়সী নারী ধর্ষণ এবং ১২ বছরের উপরে সকল পুরুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

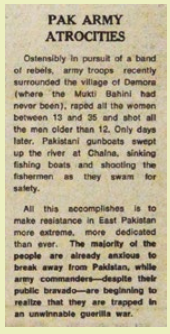
PAK ARMY ATROCITIES

Ostensibly in pursuit of a band of rebels, army troops recently surrounded the village of Demora (where the Mukti Bahini had never been), raped all the women between 13 and 35 and shot all the men older than 12. Only days later, Pakistani gunboats swept up the river at Chalna, sinking fishing boats and shooting the fishermen as they swam for safety.

All this accomplishes is to make resistance in East Pakistan more extreme, more dedicated than ever. The majority of the people are already anxious to break away from Pakistan, while army commanders—despite their public bravado—are beginning to realize that they are trapped in an unwinnable guerilla war.

আজও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষিত রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়, মানুষের ঘরে ঘরে যথাযথ আবেগ ও যত্নে। এসকল অমূল্য স্মারক তুলে আনতে বদ্ধ পরিকর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। স্মারক সন্ধানে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংগ্রাহক হারেছ উজ জামান গিয়েছিলেন সিলেট ও সুনামগঞ্জ অভিযানে। এবার স্মারকের পাশাপাশি পাওয়া গেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু আঞ্চলিক গ্রন্থ।

সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা

মুক্তি সংগ্রামী এক বীরের গল্প, যুদ্ধ দিনের আত্মস্মৃতি, মুক্তিযুদ্ধ ও মধু মিয়ার ডাইরি, ফিরে দেখি একবার একাত্তর, সুন্দিশাইল গণহত্যা'৭১, হিজল তলার ছায়া, সময়পাঠ, আমার ভুবনে চেনা অচেনা মানুষ, প্রবাহ বার্ষিকী সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, হিজল করচ, ব্রতচারী, মেঠোসুর।

সংগৃহীত স্মারকের তালিকা

- বাউল শিল্পী জব্বার বয়াতীর আলোকচিত্র। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে গান পরিবেশন করতেন।
- ২৮ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছাতক থানা আক্রমণ করে। রাজাকারদের সহায়তায় ও পরামর্শে এই আক্রমণে হত্যা করে স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন্দ্র দত্ত, রুনু দাস, জ্যোর্তিময় দত্তকে। পরে রাজাকার তাদের ঘরের টিনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে তাদের বাড়ির আলোকচিত্র।
- শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর আলোকচিত্র। শরণার্থী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিল্পীরা ১৯৭১ সালে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে গান পরিবেশন করতেন। এই শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন শিল্পীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের বার্তা ২০২৫

আন্তোনিও গুতেরেস
জাতিসংঘের মহাসচিব
২ অক্টোবর ২০২৫

এই আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসে আমরা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও উত্তরাধিকারকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি– যিনি শান্তি, সত্য ও সকল মানুষের মর্যাদার প্রতি এক অবিচল অঙ্গীকার রেখে গেছেন।

গান্ধী কেবল এই আদর্শগুলোর কথা বলেননি– তিনি নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন। আজ যখন উত্তেজনা বাড়ছে এবং বিভাজন গভীর হচ্ছে, তখন তাঁর বার্তাটি আরও বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।

আমরা আজ আমাদের অভিন্ন মানবিকতার এক উদ্বেগজনক অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করছি। সংলাপের পরিবর্তে সহিংসতা স্থান নিচ্ছে। সংঘাতে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুগছে। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে। আর শান্তির ভিত্তিগুলো নড়বড়ে হয়ে পড়ছে।

গান্ধী বুঝেছিলেন যে অহিংসা দুর্বলদের অস্ত্র নয়– এটি সাহসীদের শক্তি। এটি এমন এক শক্তি যা ঘৃণা ছাড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে; নিষ্ঠুরতা ছাড়া দমননীতির মোকাবিলা করে এবং আধিপত্য নয়, মর্যাদার মাধ্যমে শান্তি নির্মাণ করে।

এই বিপজ্জনক ও বিভক্ত সময়ে, আসুন আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে শক্তি খুঁজে পাই– কষ্টের অবসান ঘটাই, কূটনীতি এগিয়ে নেই, বিভাজন নিরাময় করি এবং সবার জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত, টেকসই ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলি।

António Guterres
Secretary-General of the United Nations
2 October 2025

On this International Day of Non-Violence, we honour the life and legacy of Mahatma Gandhi, and his unwavering commitment to peace, truth and dignity for all.

Gandhi not only spoke of these ideals– he lived them. And in this time of rising tensions and deepening divisions, his message carries renewed urgency.

We are witnessing a troubling erosion of our shared humanity. Violence is displacing dialogue. Civilians are bearing the brunt of conflict. International law is being flouted. Human rights are being trampled. And the foundations of peace are under strain.

Gandhi understood that non-violence is not a weapon of the weak, it is the strength of the courageous. It is the power to resist injustice without hatred; confront oppression without cruelty; and build peace through dignity, not domination.

In these dangerous and divided times, let us find the strength to follow his lead, end the suffering, advance diplomacy, heal divisions, and create a just, sustainable and peaceful world for all.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official